اَلتَّبْصِيْرُ فِىْ مَسْئَلَةِ الْاُضْحِيَّةِ بِالْخَصِيِّ

খাসী দ্বারা কোরবানী করার শরয়ী বিশ্লেষণ

মসলকে আ'লা হযরত

রচনায় ঃ
মোহাম্মাদ ইব্রাহীম খলিল রেজভী

اَلتَّبْصِيْرُ فِىْ مَسْئَلَةِ الْاُضْحِيَّةِ بِالْخَصِيِّ

খাসী দ্বারা কোরবানী করার শরয়ী বিশ্লেষণ

মোহাম্মাদ ইব্রাহীম খলিল রেজভী

গ্রাম+পোঃ- রাইতলা

উপজেলা ঃ কসবা, জেলা ঃ বি-বাড়ীয়া

মোবাইল ঃ ০১৭৭৮-৩৭১৭৪৭

খাসী দ্বারা কোরবানী করার শরয়ী বিশ্লেষণ

মোহাম্মাদ ইব্রাহীম খলিল রেজভী

প্রকাশকাল ঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ইং
০১ ফাল্গুন ১৪১৯ বাংলা

সর্বস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস ঃ মোহাম্মদ কবির হোসেন রেজভী
০১৭২৬২৩০১০০

মুদ্রণে ঃ তোহফা এন্টারপ্রাইজ, ১০২ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
০১৬৭৬৭৩৫৩২৯

হাদিয়া ঃ ৪০ (চল্লিশ) টাকা

সূচীপত্র

❑ ভূমিকা ০১

❑ তাকলীদ ও মুজতাহিদ.....০৪

❑ মাযহাবের অনুসরণ.....১১

❑ খাসীর পরিচয় ১৩

❑ হালাল পশুকে খাসী করার বিধান ১৫

❑ খাসী দ্বারা কোরবানী করার বিধান ২১

❑ হাদিস শরীফ দ্বারা খাসী কোরবানীর প্রমাণ

.....২২

❑ ফোক্বাহায়ে শরহুল হাদিস দ্বারা খাসী কোরবানীর প্রমাণ ২২

❑ ফাতাওয়ার কিতাব দ্বারা খাসী কোরবানীর বিধান ২৪

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَوْجَبَ عَلَیْنَا اِتِّبَاعَ وَاِطَاعَةَ رَسُوْلِهٖ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: مَنْ یُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰی فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا - وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَی اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ یَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِیْنًا - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ قَالَ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِی النَّارِ وَمَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِیْنَ فِیْهِمْ لِمَنْ بَعْدِهِمْ اُسْوَةٌ وَّقُدْوَةٌ

اَمَّا بَعْدُ!

আমাদের বর্তমান সময়টা হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃংখলা, মতাক্যে ও মতপার্থক্যের যুগ। আমিত্ব এবং আত্মগৌরবের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই। মতপার্থক্য দিন দিন বেড়েই চলছে। ইসলাম ও মিল্লাতের মধ্যে কুসংস্কার ও মরিচায় জর্জরিত। প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সত্য প্রায় বিলুপ্তির পথে। চরিত্রহীনতা ও অধঃপতনের আলামত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর খন্ড বিখন্ড হয়ে পড়ছে ঐক্যের বন্ধন। এমন পরিবেশ দেখে সাধারণ মানুষের আত্মা উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলছে-হায় আফসুস!

বর্তমান এ বিশৃংখল ও অধঃপতনময় কর্মের মোকাবেলা করে এর থেকে জাতি ও মিল্লাতের উত্তরণ ও পরিত্রাণ কেবল মাত্র হক্কানী ওলামাগণের প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব। তারা যদি ইচ্ছা করেন তবে এ শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এহেন নাজুক বিশৃংখলা ও কুসংস্কারকে রুখতে পারেন। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, মিল্লাতে ইসলামিয়াকে ঐক্যবদ্ধ রাখা তো দূরের কথা বরং আলেম ও পীর মাশায়েখগণই এক একজনে কয়েকটি দল উপদল সৃষ্টি করে চলছে। ঐক্যের পরিবর্তে এক একটি মাসআলা নিয়ে জাতি ও মিল্লাতের এককে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করে দিয়েছে। তাদের অস্বীকারের দরুন সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ দ্বীন হতে সরে গিয়ে তৌহিদ তথা একত্ববাদ ও ইশকে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে পড়েছে। তাদের বাহ্যিক বেশ-ভুষা দ্বারা সরলমনা মুসলমানগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। ঘরে ঘরে মুজতাহিদ সৃষ্টি হচ্ছে। আর প্রত্যেক মুজতাহিদ ও মুফতী তাদের রায় ও মতকে সর্বশেষ ও চুরান্ত ফাতাওয়া হিসেবে ঘোষণা করে চলেছে। কিছু সংক্ষক লোক বুঝে-শুনে প্রকৃত সত্যে গ্রহণ না করার উপর

অটল। তাদের মধ্যে জিদ ও হঠকারিতা বেড়েই চলছে। আবার কিছু সংক্ষক লোক এমনও রয়েছে যারা ভুল ও মিথ্যার সংস্পর্শে থেকে কিংবা স্বল্পজ্ঞানের কারণে সত্য বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছে না। তাদেরকে কারো দলিল দ্বারা উপকার হবে না। তারা তাদের দলিলকেই প্রকৃত সত্য বলে প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠে।

আর তারই ধারাবাহিকতায় ইদানিং আমাদের বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে একটি হাস্যকর ফাতাওয়া বিস্তারলাভ করেছে। আর তা হলো, হালাল পশুকে খাসী করা হারাম এবং কোরবানী করাও হারাম। এমন কি তাদের এ মনগড়া ফাতাওয়া যারা মানবেন না তারা কাফের মুরতাদ ইত্যাদি।

অথচ শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রিফতের মালিক নবী কামলিওয়ালা মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাত মোবারক দ্বারা কোরবানীর দিনে দু'টি খাসী কোরবানী করেছেন। যা সহীহ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। অপর দিকে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মা-ই-মুজতাহিদিন, মুজাদ্দীদিন, মুফাচ্ছিরিন ও মুহাদ্দিসীন রিদওয়ানুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাঈনগণের কেহই আজ পর্যন্ত এমন উদ্ভট ফাতাওয়া দেননি যে, খাসী কোরবানী করা হামাম। বরং হালাল পশুকে প্রয়োজনে খাসী করা বৈধ এবং কোরবানী করা উত্তম বলেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে মাজিদে এরশান করেছেন-

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

কানযুল ঈমানের আনুবাদ ঃ যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেছেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

সূরা হাশর, আয়াত ঃ ৭

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ ঃ এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভাপায় যে, যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখ্তিয়ার থাকবে! এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরাহ আহযাব, আয়াত ঃ ৩৬

আলোচ্য আয়াতে কারীমাদ্বয়ের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, মু'মিন জীবন হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ হবহু পালন করা। তার বিপরীত জীবন হলো পথভ্রষ্টতা। অথচ এক শ্রেণীর লোক জ্ঞানহীনতায় অথবা জ্ঞানের অপব্যবহার করে কোরআন হাদিসের উল্টো ফাতওয়া দিয়ে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ ও বিভ্রান্তি বিস্তার করছে।

তাই অধম পরিচয়ের অযোগ্য নিজের স্বল্পজ্ঞান এবং সময়ের স্বল্পতা সত্বেও আমার শুভাকাংখি মুরুব্বি ও বন্ধুমহলের পরামর্শে এ পুস্তিকাটি পাঠকগণের সামনে উপস্থাপন করলাম যাতে ভুল বুঝা-বুঝির মূলোৎপাটন হয় এবং প্রকৃত সত্য মাসআলাটি স্পষ্ট হয়ে যায়। নতুবা এ মহৎ কাজের উপযুক্তাও আমি নহি।

কবির ভাষায় ঃ

নহে সম্মান, খ্যাতি ও সম্পদ আমার উদ্দেশ্য বাণী
সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে মদীনার সম্রাট যিনি।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে যাঁরা উৎসাহ প্রদান ও বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাঁদের প্রত্যেককে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে পাঠকগণের প্রতি আরজ রইল, যদি পুস্তিকার মূল বিষয়ের কোন স্থানে অধমের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়, তবে "এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভুল ধরে দেয়া ঈমানী দায়িত্ব" মনে করে অবহিত করালে আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এছাড়া মুদ্রণ-প্রমাদ থাকা অসাভাকি কিছুই নহে। তা ক্ষমা সুন্দর নজরে দেখার অনুরোধ রইল।

সম্মানিত পাঠকগণের নিকট আমার এ পুস্তিকাটি উপকৃত প্রমাণিত হলে অধমকে দোয়ায় স্মরণ করবেন। হে আল্লাহ! অধমের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের উছিলা হিসেবে গ্রহণ করুন। আমিন! বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

বিনীত
লেখক

তাকলীদ ও মুজতাহিদ

সম্মানিত পাঠক! তাকলীদ ও মুজতাহিদের আলোচনায় আমার মূল উদ্দেশ্য হলো-এ আলোচনার উপরই পুস্তিকার মূল বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে। তাই উক্ত বিষয়টি বারংবার পড়ার জন্য সবিনয় আরজ করছি।

শরয়ী তাকলীদ প্রসঙ্গে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। শরীয়তের মাসাইল হচ্ছে তিন প্রকার। (১) আকাইদ (২) ঐ সমস্ত বিধি-বিধান যেগুলো কোন গবেষণা ছাড়াই কোরআন হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও (৩) ঐ সমস্ত আহকাম, যেগুলো কোরআন হাদিস থেকে গবেষণা করে বের করা হয়েছে।

আকায়িদের ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ বা অনুসরণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অনুরূপভাবে শরীয়তের সুস্পষ্ট আহকামেও কারো তাকলীদ জায়েয নয়। আর যে সকল মাসাইল কোরআন ও হাদিস বা ইজমায়ে উম্মত থেকে গবেষণা ও ইজতিহাদ প্রয়োগ করে বের করা হয়েছে, সে সমস্ত মাসাইলে মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ বা অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য জা-আল হক নামক কিতাবটি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি।

নিম্নে হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমাদ ইয়ার খাঁন নঈমী রাহমাতুল্লাহিল বারী কর্তৃক রচিত জা-আল হক থেকে সক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করছি, তিনি বলেন-

تقلید کے دو معنی ہیں ایک تو معنی لغوی دوسرے شرعی لغوی معنی ہیں قلادہ در گردن بستن گلے میں ہار یا پٹہ ڈالنا تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول وفعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لئے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول وفعل کو اپنے لئے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے.

حاشیۃ حسامی باب متابعت رسول اللہ علیہ السلام میں صفحہ ۸۶ پر شرح مختصر المنار سے نقل کیا **التقلید اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول اوفی فعلہ علی زعم انہ محقق بلا نظر فی الدلیل** یہ ہی عبارت نورالانوار بحث تقلید میں بھی ہے تقلید کے معنی ہیں کسی

شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے بغیر دلیل میں نظر کئے ہوئے نیز امام غزالی کتاب المصطفی جلد دوم صفحہ ۳۸۷ میں فرماتے ہیں التقلید هو قبول قول بلاحجة مسلم الثبوت میں ہے التقليد العمل بقول الغير من غير حجة.

তাকলিদের দু'টি অর্থ রয়েছে- একটি হলো অভিধানিক আর অপরটি পারিভাষিক। তাকলীদের অভিধানিক অর্থ হলো-গলায় হার বা বেষ্টনী লাগানো। আর শরীয়তের পরিভাষায় তাকলীদ হলো- কারো উক্তি বা কর্মকে নিজের জন্য শরীয়তের বিধান হিসেবে গ্রহণ করা। কেননা তাঁর উক্তি বা কর্ম আমাদের জন্য দলিলরূপে পরিগণিত। যেমন-আমরা ইমাম আ'যম সাহেবের উক্তি ও কর্মকে শরীয়তের মাসাইলের দলিলরূপে গণ্য করি এবং সংশ্লিষ্ট শরীয়তের দলিলাদি দেখার প্রয়োজন বোধ করি না।

হুসসামীর টীকায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের অধ্যায়ের ৮৬ পৃষ্ঠায় শরহে মুখতাসারুল মানার হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

اَلتَّقْلِيْدُ اِتِّبَاعُ الرَّجُلِ غَيْرَهٗ فِيْمَا سَمِعَهٗ بِقَوْلٍ اَوْفِىْ فِعْلِهٖ عَلٰى زَعْمٍ اَنَّهٗ مُحَقِّقٌ بِلاَ نَظْرٍ فِى ا لدَّلِيْلِ۔

অর্থাৎ- তাকলীদ হলো- কোন দলিল প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কোন গবেষকের কর্ম বা উক্তিশুনে তাঁর অনুসরণ করা।

"নূরুল আন্ওয়ার" নামক গ্রন্থেও তাকলীদের আলোচনায় একই কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম গায্যালী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও "কিতাবুল মুস্তাসফা" এর ২য় খন্ডে ৩৮৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন-

اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلاَ حُجَّةٍ۔

অর্থাৎ তাকলীদ হলো কারো উক্তিকে বিনা দলিলে গ্রহণ করা।

"মুসাল্লামুস্ ছুবুত" গ্রন্থে হলা হয়েছে-

اَلتَّقْلِيْدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ۔

অর্থাৎ তাকলীদ হলো কোন দলিল প্রমাণ ছাড়া অন্যের কথানুযায়ী আমল করা।

জা-আল হক, প্রথম খন্ড ১৩ পৃষ্ঠা

তিনি আরো বলেন- উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা গেলো যে, হুজুর আলাইহিস সালাম এর অনুসরণকে তাকলীদ বলা যাবে না। কেননা, তাঁর প্রত্যেকটি উক্তি ও কর্ম শরীয়তের দলিল। আর তাকলীদের ক্ষেত্রে শরীয়তের দলিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় না। সুতরাং আমাদেরকে হুজুর আলাইহিস সালাম এর উম্মত হিসেবে অভিহিত করা হবে, তাঁর মুকাল্লিদ বা অনুসরণকারী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও দ্বীনের ইমামগণও হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উম্মত মুকাল্লিদ নহে। অনুরূপ সাধারণ মুসলমানগণ যে কোন আলেমের অনুসরণ করে থাকেন, এটাকেও তাকলীদ বলা যাবে না, কেননা কেহই আলেমগণের উক্তি ও কর্মকে নিজের জন্য দলিলরূপে গণ্য করে না। বরং আলেমগণ কিতাব দেখে কথা বলেন-এ কথা মনে করেই তাঁদেরকে মান্য করা হয়। যদি তাঁদের ফাতাওয়া ভুল কিংবা কিতাবের বিপরীত প্রমাণিত হয়, তখন কেউ তা গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কোরআন বা হাদিস অথবা উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত দেখে কোন মাসয়ালা বলে দিলে, তা যেমন গ্রহণ যোগ্য আবার নিজস্ব কিয়াস বা যুক্তিগ্রাহ্য কোন মত প্রকাশ করলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে। এ পার্থক্যটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

জা-আল হক, ১৪ পৃষ্ঠা

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম, মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি মুকাল্লিদ তিনি মুজতাহিদগণের রায়কে কোন দলিল প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য না করে বিনা দলিলেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ মুজতাহিদের উক্তি বা কর্মই হলো মুকাল্লিদের জন্য শরীয়তের দলিল।

এখন আমরা জানব মুজতাহিদ কাকে বলে এবং মুজতাহিদের স্তর কয়টি ও কি কি?

হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমাদ ইয়ার খাঁন নঈমী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর রচিত জগত বিখ্যাত কিতাব জা-আল হক এর মধ্যে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো-

مکلّف مسلمان دوطرح کے ہیں ایک مجتہد دوسرے غیر مجتہد ۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات ورموز سمجھ سکے ۔ اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اس سے مسائل نکال سکے ناسخ ومنسوخ کا پورا علم رکھتا ہو ۔ علم صرف ونحو وبلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو ۔ اس کے

علاوہ ذکی اور خوش فہم ہو ــ دیکھو تفسیرات احمدیہ وغیرہ اور جو کہ اس درجہ پر نہ پہونچا ہو وہ غیر مجتہد یا مقلد ہے ــ مقلد پر تقلید ضروری ہے مجتہد کے لئے تقلید منع مجتہد کے چھ طبقے ہیں (۱) مجتہد فی الشرع (۲) مجتہد فی المذہب (۳) مجتہد فی المسائل (۴) اصحاب التخریج (۵) اصحاب الترجیح (۶) اصحاب التمیز (مقدمہ شامی بحث طبقات الفقہا)

অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেকের অধিকারী মুসলমান দু'প্রকার, মুজতাহিদ ও গায়রে মুজতাহিদ। মুজতাহিদ হলো-এমন ব্যক্তি যিনি নিজ জ্ঞান ও যোগ্যতায় কোরআনী ইঙ্গিত ও রহস্যাবলী বুঝতে পারেন, কালামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারেন, তা থেকে মাসাইল বের করতে পারেন, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, ইলমে ছরফ, ইলমে নাহু, বালাগাত ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, যাবতীয় বিধিবিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সমস্ত আয়াত ও হাদিস সমূহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখেন, এছাড়াও যিনি মেধা, প্রজ্ঞা ও বোধশক্তির অধিকারী হন, (তাফসীরাতে আহমাদিয়া ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ দেখুন)। আর যে ব্যক্তি ঐ স্তরে পৌঁছতে পারেনি সে গায়রে মুজতাহিদ বা মুকাল্লিদ (অনুসারী)। গায়রে মুজতাহিদের জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ একান্ত প্রয়োজন। আর মুজতাহিদের জন্য তাকলীদ নিষিদ্ধ। মুজতাহিদের তবকা বা স্তর ছয়টি। যথা ঃ (১) শরীয়তে মুজতাহিদ (২) মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত মুজতাহিদ (৩) মাসাইলের মুজতাহিদ (৪) আসহাবে তাখ্‌রীজ (৫) আসহাবে তারজীহ ও (৬) আসহাবে তামীয (মুকাদ্দমায়ে শামী তবাকাতে কুফাহা এর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রথম স্তরের মুজতাহিদ ঃ

(۱) مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے جیسے چاروں امام ابوحنیفہ ـ شافعی ـ مالک ـ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین

অর্থাৎ শরীয়তের মুজতাহিদ হলেন- ঐ সকল জ্ঞানী গুণীজন, যাঁরা ইজতিহাদের নীতিমালা তৈরী করেছেন। যেমন- চার ইমাম, হযরত আবু হানিফা, হযরত শাফিঈ, হযরত মালেক ও হযরত আহমাদ বিন হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন।

দ্বিতীয় স্তরের মুজতাহিদ ঃ

(۲) مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں جیسے امام ابو یوسف و محمد و ابن مبارک رحمہم اللہ اجمعین کہ یہ قواعد میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود مجتہد۔

অর্থাৎ মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত মুজতাহিদ হলেন ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ, যাঁরা প্রথমোক্ত (মুজতাহিদ কর্তৃক নির্ধারিত) নীতিমালার অনুসরণ করেন এবং ঐ সমস্ত নীতি-মালার অনুসরণ করে নিজেরাই শরীয়তের আনুষাঙ্গিক মাসাইল বের করতে পারেন। যেমন- ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম ইবনু মোবারক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন। তাঁরা ইজতিহাদের মৌলিক নীতিমালায় ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর অনুসারী আর মাসাইলে নিজেরাই মুজতাহিদ।

তৃতীয় স্তরের মুজতাহিদ ঃ

(۳) مجتہد فی المسائل وہ حضرات ہیں جو قواعد اور مسائل فرعیہ دونوں میں مقلید ہیں مگر وہ مسائل جن کے متعلق ائمہ کی تصریح نہیں ملتی ان کو قرآن وحدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں جیسے امام طحاوی اور قاضی خاں شمس الائمہ سرخسی وغیرہم

অর্থাৎ মাসআলা সমূহের মুজতাহিদ হলেন- ঐ সকল ইমামগণ, যাঁরা মূল নীতিমালা ও আনুষাঙ্গিক মাসাইলের ব্যাপারে অন্যের অনুসারী কিন্তু যে সব মাসাইলে ইমামগণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না, ঐগুলোর সমাধান কোরআন হাদিস প্রভৃতি প্রমাণ্য দলিলাদি থেকে বের করতে পারেন। যেমন- ইমাম তাহাবী, কাজী খাঁন ও শামসুল আইম্মা সারখসী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন) প্রমূখ।

চতুর্থ স্তরের মুজতাহিদ ঃ

(۴) اصحاب التخریج وہ حضرات ہیں جو اجتہاد تو بلکل نہیں کر سکتے ہاں ائمہ میں سے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں جیسے امام کرخی وغیرہ

অর্থাৎ -আসহাবে তাখরীজ হলেন ঐ সমস্ত মুজতাহিদ, যাঁরা ইজতিহাদ করতে

পারেন না (অর্থাৎ কোরআন হাদিস থেকে মাসআলা বের করার যোগ্যতা অর্জন করেননি), তবে আইম্মা-ই-মুজতাহিদগণের কারো অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত উক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারেন। যেমন-ইমাম কারখী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) প্রমূখ।

পঞ্চম স্তরের মুজতাহিদ ঃ

(৫) اصحاب ترجیح وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں یعنی اگر کسی مسئلہ میں حضرات امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو قول روایات میں آئے تو ان میں سے کسی کو ترجیح دیں وہ کر سکتے ہیں اسی طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہو تو کسی کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ہذا اولی یا ہذا اصح و غیرہ جیسے صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ

অর্থাৎ-আসহাবে তারজীহ্ হলেন ঐ সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা ইমাম সাহবের একাধিক বর্ণনা থেকে একটিকে প্রাধান্য দিতে পারেন। অর্থাৎ যদি ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দু'ধরণের বর্ণনা থাকে, তার কোন্টাকে প্রধান্য দেয়া যাবে, তা বলতে পারেন, অনুরূপ কোন মাসআলায় ইমাম সাহেব (ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এবং সাহেবাইন (ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউছুফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) এর মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হলে, তাঁরা যাচাই করে যে কোন একজনের উক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে মন্তব্য করতে পারেন যে, উক্তি সমূহের মধ্যে এ উক্তিটাই অধিক গ্রহনযোগ্য অথবা অমুকের উক্তিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যেমন - 'কুদুরী' ও 'হেদায়া' গ্রন্থদ্বয়ের সম্মানিত প্রণেতাদ্বয়।

ষষ্ঠ স্তরের মুজতাহিদ ঃ

(٦) اصحاب التمیز وہ حضرات ہیں جو ظاہر مذہب اور روایات نادرہ اسی طرح قول ضعیف اور قوی اور اقوی میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کو ترک کر دیں اور صحیح روایات اور معتبر قول کو لیں ۔ جیسے کہ صاحب کنز اور صاحب درمختار وغیرہ

অর্থাৎ-আসহাবে তামীয হলেন ঐ সমস্ত মুজতাহিদ যাঁরা জাহির মাযহাব ও কম গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা সমূহের এবং দুর্বল, শক্তিশালী ও সর্বাধিক শক্তিশালী

উক্তি সমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন। এ যোগ্যতার ভিত্তিতে অগ্রাহ্য উক্তি ও দূর্বল বর্ণনাসমূহ বর্জন করে নির্ভরযোগ্য উক্তিসমূহ গ্রহণ করেন। যেমন- 'কানযুদ দাকাইক' ও 'দুররুল মুখতার' ইত্যাদির প্রণেতাগণ।

জা-আল হক, ১৭ ও ১৮ পৃষ্ঠা

তিনি আরো বলেন-

جن میں ان چھ وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہوں وہ مقلد محض جیسے ہم اور ہمارے زمانہ کے عام علماء ان کا صرف یہ ہی کام ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتائیں

অর্থাৎ যাদের মধ্যে উল্লেখিত ছয়টি স্তরের কোনটির যোগ্যতা নেই তারা শুধুমাত্র মুকাল্লিদ বা অনুসারী হিসেবে পরিগণিত। যেমন-আমরা এবং আমাদের যুগের সাধারণ আলিমগণ। তাদের একমাত্র কাজ হলো কিতাব থেকে মাসাইল দেখে জনগণকে বলবে। জা-আল হক, ১৮ পৃষ্ঠা

সম্মানিত পাঠক মহল! উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারলাম যে, গায়রে মুজতাহিদের জন্য মুজতাহিদের অনুসরণ করা ওয়াজীব তথা একান্ত জরুরী। আর মুজতাহিদের স্তরবিন্নাসে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সরাসরি কোরআন ও হাদিস থেকে মাসআলা বের করার যোগ্যতা ৩য় স্তর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। ৪র্থ স্তর উপরোক্ত তিন স্তরের মুজতাহিদগণের গবেষণালব্ধ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত মাসআলার ব্যাখ্যা প্রদান করবেন। ৫ম স্তরের যোগ্যতা হলো ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর একাধিক বর্ণনা থাকলে একটিকে প্রাধান্য দিবেন। অথবা ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং সাহেবাইন (ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) এর মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হলে যে কোন একজনের উক্তিকে প্রাধাণ্য দিতে পারেন। ৬ষ্ঠ স্তরের যোগ্যতা হলো - দুর্বল, জোরালো ও সর্বাধিক জোরালো উক্তি সমূহের মধ্যে তাঁদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সর্বাধিক জোরালো বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করতে পারবেন। আর যাঁরা গায়রে মুজতাহিদ তাঁরা শুধু কিতাব দেখে মাসআলা বলবেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো- আজ এমন এক শ্রেণির লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা কোরআন, হাদিস, এজমা, কিয়াস এবং উপরোক্ত ছয় স্তরের মুজতাহিদগণকে উপেক্ষা করে নিজের খিয়াল খুশিমত মাসআলা বলেন এবং ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। আল্লাহু পাক তাদের থেকে মুকাল্লিদ তথা অনুসারীদেরকে হেফাজত করুন।

মাযহাবের অনুসরণ

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামে মাজীদে এরশাদ করেন-

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ ঃ আল্লাহর আনুগত্য করো, তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রদানকারী রয়েছেন তাদেরও।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ দারেমীর اَلْاِقْتِدَاءُ بِالْعُلَمَاءِ (আলেমগণের অনুসরণের) অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে-

اَخْبَرَنَا يَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ اُولُو الْعِلْمِ وَ الْفِقْهِ .

আমাদেরকে ইয়া'লা বলেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে আবদুল মালেক বলেছেন, আবদুল মালেক আতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তোমাদের মধ্যে যাঁরা আদেশ দাতা আছেন তাঁদের আনুগত্য কর। হযরত আতা বলেছেন, এখানে জ্ঞানী ও ফিকাহবিদগণ হলেন اُولِى الْاَمْرِ আদেশ দাতা।

আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেন- فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যদি তোমরা না জান, জ্ঞানীদের নিকট থেকে জিজ্ঞাসা করিও।

সূরা নাহল, আয়াত ৪৩।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাযীনে লিখা আছে-

فَاسْئَلُوا الْمُؤْمِنِيْنَ الْعٰلِمِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْقُرْاٰنِ۔

অর্থাৎ তোমরা ঐ সকল মুমিনদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যারা কোরআনের জ্ঞানে পারদর্শী।

তাফসীরে দুররে মানসুরে লিখা রয়েছে-

اَخْرَجَ اِبْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّىْ وَ يَصُوْمُ وَ يَحُجُّ وَ يَغْزُوْ وَ اِنَّهٗ لَمُنَافِقٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِمَاذَا دَخَلَ عَلَيْهِ النِّفَاقُ قَالَ لِطَعْنِهٖ عَلٰى اِمَامِهٖ وَ اِمَامُهٗ مَنْ قَالَ قَالَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔

অর্থাৎ ইবনে মারদাওয়াইহি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কতেক লোক নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব ও জিহাদ করে, অথচ তারা মুনাফিক। আরজ করা হলো-ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কারণে তাদের মধ্যে নিফাক এসে গেল? উত্তরে নবীজি বলেন, নিজ ইমামের বিরূপ আলোচনা করার কারণে। (প্রশ্ন করা হলো) ইমাম কে? (উত্তরে) নবীজি বলেন; আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে এরশাদ করেছেন-

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো- উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় আহলে যিকির হলো মাযহাবের ইমাম, আর ইমামের রায়ের বিপরীত নিজস্ব মতপোষণ করা হলো মুনাফিকী। তাফসীরে সাবীতে উল্লেখ রয়েছে-

وَ لَا يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ مَا عَدَا الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَ لَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ وَ الْاٰيَةِ فَالْخَارِجُ عَنِ الْمَذْهَبَ الْاَرْبَعَةَ ضَالٌّ مُّضِلٌّ وَّ رُبَمَا اَدَاهُ ذَالِكَ اِلَى الْكُفْرِ لِاَنَّ الْاَخْذَ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مِنْ اُصُوْلِ الْكُفْرِ۔

অর্থাৎ চার মাযহাব ছাড়া অন্য কারো (কোন মাযহাবের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তি) তাকলীদ বা অনুসরণ করা জায়েয নয়, যদিও তার কথা সাহাবীগণের উক্তি, সহীহ হাদিস ও কোরআনের আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি এ চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী নয়, সে পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। কেননা কোরআন ও হাদিসের কেবল বাহ্যিক অর্থ গ্রহণই হলো কুফরীর মূল।

চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর শাহকার গ্রন্থ ফাতাওয়া-ই-আফ্রিকায় মাযহাব সম্পর্কে বলেন-

چاروں مذہب والے حقیقی عینی بھائی ہیں انکی ماں شریعت مطہر اور ان کا باپ اسلام طحطاوی علی الدر المختار میں ہے هٰذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِيْ مَذَاهِبَ اَرْبَعَةٍ وَّهُمُ الْحَنَفِيُّوْنَ وَ الْمَالِكِيُّوْنَ وَ الشَّفِعِيُّوْنَ وَ الْحَنْبَلِيُّوْنَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ مَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ وَ النَّارِ

অর্থাৎ - চার মাযহাবপন্থী সকলে পরস্পর প্রকৃত ভাই তাদের মা হলো পবিত্র শরীয়ত এবং পিতা হলো ইসলাম (অর্থাৎ তাদের মূল হলো পবিত্র শরীয়ত এবং ইসলাম), ত্বাহতাভী আলাদ্দুররিল মুখতার এ রয়েছে-এগুলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল। বর্তমানে তারা চার মাযহাবে একত্রিত হয়েছে। তাঁরা হানাফী, মালেকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম। যারা বর্তমানে এ চার মাযহাবের বাহিরে রয়েছে তারা বিদআতী ও দোযখী।

ফাতাওয়া-ই-আফ্রিকা, ৬৯ পৃষ্ঠা।

মুজতাহিদ এবং তাকলিদের (অনুসরণ) পূর্বাপর আলোচনার দ্বারা আমরা জানতে পারলাম বর্তমান যুগের আলেমগণের জন্য অনুসরণ করা ব্যতীত আর কোন রাস্তা খোলা নেই। কারণ আমরা জানি, ইমাম রাযী, ইমাম গায্যালী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ত্বরীকতের ইমাম গাউসে পাক, বায়েজীদ বুস্তামী এবং শাহ বাহাউল হক নকশেবন্দী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আ'যমাঈন তাঁদের কেহই মুজতাহিদ ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন মুজতাহিদের অনুসারী। বর্তমান যুগে এমন কে আছেন যে, তাঁদের চেয়েও বড় জ্ঞানী দাবী করতে পারেন? আল্লাহ সকল ঈমানদার মুসলমানকে হেফাজত করুন।

খাসীর পরিচয়

অনেকেই বলে থাকেন আরব দেশে নাকি পাঁঠাকেই খাসী বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন খাসী বা মাউজুআইন অর্থ মোটা তাজা প্রাণী। যে যাই বলুক না কেন আমরা এখন জানব আসলে খাসী কাকে বলে। এ বিষয়ে আরবী অভিধান গুলো লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, অন্ডকোষ বিচ্ছিন্ন বা অন্ডকোষ থেঁতলিত অথবা অন্ডকোষের রগসমূহ কেটে দিয়ে যৌন সঙ্গমে অক্ষ করে দেয়া প্রাণীকেই খাসী বলা হয়।

প্রথমে আমরা খাসী অর্থে ব্যবহৃত শব্দ গুলোর প্রতি লক্ষ্য করব । আর এ অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলো হলো-

خَصِيٌّ (খাসীয়্যিয়ুন), مَوْجُوْءٌ (মাওজুউন) ও مَجْبُوْبٌ (মাজবুবুন)

خَصِيٌّ (খাসীয়্যিয়ুন) শব্দটি اَلْخِصَاءُ (আল খিসাউ) শব্দ থেকে গঠিত।

আর اَلْخِصَاءُ (আল খিসাউ) অর্থ হলো-খাসী করা।

আল কাউসার, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

সুতরাং خَصِيٌّ (খাসীয়্যিয়ুন) অর্থ খাসী, যার অন্ডকোষ পৃথক করা হয়েছে।

আল কাউসার, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শব্দার্থ সম্বলিত ফিরোজুল লুগাত এর ৫৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে- خصی وہ جانور جس کے فوطے نکال دیے گئے ہوں

অর্থাৎ খাসী ঐ প্রাণীকে বলা হয় যার অন্ডকোষ বের করা হয়েছে।

সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আ'যমী রেজভী হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- خصی یعنی جس کے خصیے نکال لئے گئے ہوں (খাসী) অর্থাৎ যার অন্ডকোষ পৃথক করা হয়েছে।

বাহারে শরীয়ত, ১৫তম খন্ড, ৬৮৯ পৃষ্ঠা।

مَجْبُوْبٌ (মাজবুবুন) শব্দটি جَبَابٌ বা جَبٌّ (জিবাবুন বা জাব্বুন) থেকে গঠিত। যার অর্থ অন্ডকোষ কেটে বের করা। আল কাউসার, ১৪৫ পৃষ্ঠা

আ'লা হযরত কেবলার ফাতাওয়া-ই-রেজভীয়ার ৮ম খন্ডের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- اَلْمَجْبُوْبُ الْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاعِ

অর্থাৎ মাজবুব হলো যৌন সঙ্গম থেকে অক্ষম। আর যে প্রাণী যৌন সঙ্গম থেকে অক্ষম তাকেই খাসী বলা হয়।

مَوْجُوْءٌ (মাওজুউন) শব্দটি وِجَاءٌ (বিজাউন) অথবা وَجْأٌ (ওয়াজউন) থেকে গঠিত। আর وِجَاءٌ বা وَجْأٌ অর্থ হলো অন্ডকোষ থেঁতলে দিয়ে খাসী করা।

আল কাউসার, ৫৮৭ পৃষ্ঠা

আবু হানিফাতাচ্ছানী (যুগের দ্বিতীয় আবু হানিফা) আল্লামা শায়খ জাইনুদ্দিন ইবনে নজীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

اَلْمَوْجُوْءُ الْمَخْصِيُّ مِنَ الْوَجْءِ وَ هُوَ اَنْ يَّضْرِبَ عُرُوْقَ الْخُصْيَةِ بِشَيْءٍ۔

অর্থাৎ اَلْمَوْجُوْءُ হলো খাসী। অর্থাৎ কোন যন্ত্রের দ্বারা অন্ডকোষের রগসমূহ থেঁতলে দেয়া হয়েছে এমন প্রাণী। বাহরুর রায়েক ৮ খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

মালাকুল উল্লামা নামে খ্যাত ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর বিন মাসউদ আল কাসানী হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

اَلْمَوْجُوْءُ قِيْلَ هُوَ مَدْقُوْقُ الْخُصْيَتَيْنِ وَ قِيْلَ هُوَ الْخَصِيُّ۔

অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন اَلْمَوْجُوْءُ হলো অন্ডকোষ চুর্ণ-বিচুর্ণ বা থেঁতলিত প্রাণী। আর কেউ কেউ বলেন খাসী।

বাদাঈ-উস-সানাঈ ৫ম খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

এখানেও আমরা জানতে পারলাম খাসীকৃত প্রাণীকেই মাওজুউন বলা হয়। আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আওনুল মা'বুদ এর মধ্যে রয়েছে-

قَالَ خَطَّابِى اَلْمَوْجُوْءُ بِضَمِّ الْجِيْمِ وَ بِالْهَمْزَةِ مَنْزُوْعُ الْاُنْثَيَيْنِ وَ الْوَجْأُ الْخِصَاءُ۔

অর্থাৎ খাত্তাবী বলেন اَلْمَوْجُوْءُ হলো অন্ডকোষ দু'টি টেনে বের করা হয়েছে এমন প্রাণী। আর اَلْوَجْأُ হলো اَلْخِصَاءُ অর্থাৎ খাসীকৃত প্রাণী।

আওনুল মা'বুদ ৭ম খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা।

হিদায়া কিতাবের ৪৪৮ পৃষ্ঠা ৩নং পাদটিকায় উল্লেখ রয়েছে -

اَلْوِجَاءُ عَلٰى فِعَالٍ نُوْعٌ مِّنَ الْخِصَاءِ وَ هُوَ اَنْ يَّضْرِبَ الْعُرُوْقَ بِحَدِيْدَةٍ۔

অর্থাৎ اَلْوِجَاءُ শব্দটি فِعَال (ফিয়ালুন) এর ওজনে যা এক প্রকার খাসী। আর এ প্রকার খাসী হলো লোহার যন্ত্র দ্বারা যার অন্ডকোষের রগসমূহ কেটে দেয়া হয়।

উক্ত হিদায়া কিতাবের আদ্ দিরায়া অংশে বর্ণিত আছে-

قِيْلَ الْوِجَاءُ مَعَ الْمَدْقُوْقِ الْاُنْثَيَيْنِ وَ قِيْلَ نَزْعُ الْاُنْثَيَيْنِ۔

অর্থাৎ কেউ কেউ বলেন অন্ডকোষ দু'টি চুর্ণ-বিচুর্ণ আবার কেউ কেউ বলেন অন্ডকোষ দু'টি টেনে বের করা হয়েছে এমন প্রাণীকে اَلْوِجَاءُ তথা খাসী বলা হয়।

আল হিদায়া মাআদ দিরায়া, ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অন্ডকোষ কর্তিত, বা অন্ডকোষ থেঁতলিত অথবা অন্ডকোষের রগসমূহ কর্তিত পশুকেই খাসী বলা হয়। সুতরাং যারা বলেন যে, আরব দেশে পাঁঠাকেই খাসী বলা হয়, আমি আপনাদেরকে বলব দয়া করে আপনারা উপরোক্ত কিতাবগুলো এবং উল্লেখিত অভিধানগুলো ছাড়াও অন্যান্য অভিধানগুলো দেখুন। আর প্রকৃত সত্য বিষয়টি প্রচার করে সাধারণ মু'মিন মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির কবল থেকে হেফাজত করুন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের উসিলায় আমাদের সকলকে সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন!

হালাল পশুকে খাসী করার বিধান

হালাল পশুকে খাসী করা বৈধ কি না এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন যে, হালাল পশুকে খাসী করা হারাম। যারা হালাল বলবে তারা কাফের মুরতাদ ইত্যাদি। আমি নিজেও একসময় কিতাব গবেষণার অভাবে শুধু মুখে মুখে শুনেই হারাম মনে করতাম এবং এ বিষয়ে লিখারও উদ্যোগ নিয়েছিলাম। যার শিরোনাম ছিলো "মানুষ ও পশুকে খাসী করা হারাম"। সম্ভবত সময়টি ছিল ২০০৩ অথবা ২০০৪ সাল। ঐ শিরোনামের উপর তখন আমি ১৮টি দলিল সংগ্রহ করি। যার মধ্যে ৫টি দলিল ছিল পশুকে খাসী করা

বৈধ। ৮টি দলিল ছিল সতন্ত্র অর্থাৎ খাসী করা অবৈধ তবে মানুষ অথবা পশুর কথা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। আর ৫টি দলিল ছিল চতুষ্পদ জন্তুকে খাসী করা নিষেধ। এ ভিন্ন মতের আলোচনা দেখে আমি আমার সাধ্যমত আরো গবেষণা করে দেখতে পাই ১৪ দশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত কেবলাও তাঁর রচিত আহকামে শরীয়তের মধ্যে বলেন প্রয়োজনে পশুকে খাসী করা জায়েয। তখন আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা বুঝতে পেরে পূর্ব সিদ্ধান্ত (মানুষ ও পশুকে খাসী করা হারাম) থেকে ফিরে আসি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো তথা কথিত মুফতী সাহেব বিভিন্ন মাহফিলে ৮/১০ বছর পূর্বে আমার লিখিত কাগজটি হাতে নিয়ে গাল মন্দ করে আর বলে খাসী ওয়ালারা শুন তোমাদের লেখা ১৮টি দলিল আমাদের নিকট মওজুদ আছে। আফসুস শত আফসুস! এ কেমন মুফতী! আরবী বুঝাতো দূরের কথা সাধারণ অংকও বুঝে না। ১৮ থেকে ৫ বাদ দিলে বাকী থাকে ১৩। কারণ আমার কাগজটিতে ৫টি দলিল রয়েছে প্রয়োজনে পশুকে খাসী করা জায়েয। জায়েযের ৫টি দলিল থাকা সত্বেও মানুষের সামনে এগুলোকে উপস্থাপন করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?

সম্মানিত পাঠক! হালাল পশুকে খাসী করার বিষয়টি সম্পূর্ণ গবেষণা লব্ধ। কারণ এ বিষয়ে রাসূলে পাক এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। তাই মুজতাহিদ ইমামগণ গবেষণা করে রায় দিয়েছেন প্রয়োজনে পশুকে খাসী করা বৈধ। উক্ত মাসআলাটি শরীয়তের তৃতীয় প্রকারের মাসআলা যা আমি তাকলিদের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। মাসআলাটি যেহেতু গবেষণালব্ধ সেহেতু এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন আলেমের রায় গ্রহণ যোগ্য হবে না।

কেউ কেউ পবিত্র কোরআনে কারীমের সূরা নিসার ১১৯নং আয়াতে কারীমার অংশ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ (আর আমি তাদেরকে আদেশ করব সুতরাং তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পারিবর্তন করবে) এবং সূরা রূমের ৩০নং আয়াতে কারীমার অংশ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ (আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই)। উক্ত আয়াতাংশদ্বয়ের ভিত্তিতে পশুকে খাসী করা হারাম এবং কোরবানী করাও হারাম বলে ফাতাওয়া দিচ্ছেন। আর তাদের এ ফাতাওয়া যারা মানবে না তাদেরকে কাফের কুফ্ফার বলে গাল মন্দ করে থাকেন। তাদের এমন উক্তি খন্ডনের জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। মুজতাহিদগণের স্তর আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে ইজতিহাদের জন্য কতটুকু জ্ঞান থাকা দরকার শুধু এ প্রসঙ্গে আলোচনা করাই যথেষ্ট মনে করছি। হাকিমুল উম্মত মুফতী আল্লামা আহমাদ

ইয়ার খান নঈমী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জা-আল হক কিতাবের ১৯নং পৃষ্ঠায় বলেন হযরত ইমাম রাজি, ইমাম গাযযালী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, গাউসে পাক, বায়জীদ বুস্তামী, শাহ্ বাহাউল হক নকশেবন্দী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন ইসলামে এত উন্নত মর্যাদার অধিকারী ও মাশায়েখ ছিলেন যে, তাঁদেরকে নিয়ে মুসলমানগণ যতই গর্ববোধ করুক না কেন, তা তাঁদের জ্ঞান-গরীমা ও প্রজ্ঞার তুলনায় অত্যন্ত কিঞ্চিতকররূপেই প্রতিভাত হবে। অথচ তাঁদের মধ্যে কেহই মুজতাহিদরূপে স্বীকৃতি পাননি। বরং তাঁরা ছিলেন মুকাল্লিদ বা অনুসারী। কেহ ইমাম শাফিঈ আর কেহ ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন এর অনুসারি ছিলেন। বর্তমান জামানায় তাঁদের সমপরিমান মর্যাদা ও যোগ্যতার অধিকারী কে আছে? বন্ধুগণ! শুধু তাঁরাই নয় বরং হানাফী মাযহাবের সর্বস্তরের মুজতাহিদগণের ফায়সালাকৃত রায় হলো প্রয়োজনে হালাল পশুকে খাসী করা জায়েয। তাই আমার যে বন্ধুগণ আয়াতাংশ দু'টি নিয়ে বাড়া-বাড়ি করছেন, আপনাদেরকে বলছি তা কিন্তু মূলতঃ কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নীতি নহে। আর তা ধর্ম, মাযহাব এবং মুজতাহিদগণের মোকাবিলাও বটে। আপনাদের এহেন মাযহাব এবং মুজতাহিদ বিরোধি বক্তব্য ও অনর্থক মানুষকে কাফের, মুরতাদ বলে গালাগালির দ্বারা সমাজে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে। এর হিসাব হাসরের দিন আপনাদেরকেই দিতে হবে। আজ যদিও বা গুটি কিছু লোকের বাহঃবাহ পাচ্ছেন কিন্তু সে দিন বিশাল হাশরের মাঠে অসংখ্য মানুষের সামনে মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের কোর্টে লজ্জিত হতে হবে। তাই মাযহাবের কিতাবগুলো দেখে সঠিক মাসআলাটি সরল প্রাণ মু'মিন মুসলমানদেরকে উপহার দেয়ার জন্য আমি একজন একেবারেই নগণ্য হিসেবে সবীনয় অনুরোধ করছি।

সম্মানিত পাঠক! সর্বস্তরের মুজতাহিদগণের ঐক্যমত হলো হালাল পশুকে খাসী করা জায়েজ। এ পর্বে আমি ঐ মহান ব্যক্তির মতামত দ্বারাই শুরু করছি যিনির পরিচয়ে আমরা হলাম রেজভী। আর তিনি হলেন ১৪০০ শত শতাব্দীর অন্যতম মুজাদ্দীদ, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আজিমুল বারাকাত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, মুসলিম উম্মার পূনঃজাগরণকারী হযরাতুল আল্লামা, মাওলানা, আল-হাফিজ, আল-ক্বারী, আশ্ শাহ্ আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন আলাইহির রাহমাতুর রাহমান।

১ নং দলিল

আ'লা হযরত কিবলার শাহ্কার গ্রন্থ ফাতাওয়া-ই-রেজভীয়া যা হানাফী মাযহাবের সকল ফাতাওয়া গ্রন্থের সারাংশ, যা বার খন্ড (বর্তমানে ত্রিশ খন্ড) উক্ত কিতাবের ৮ম খন্ডের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

وَ فِی الْهِنْدِیَّةِ عَنِ الْخُلَاصَةِ یَجُوْزُ الْمَجْبُوْبُ الْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاعِ۔

অর্থাৎ (পশুকে) যৌন সঙ্গম থেকে অক্ষম করে দেয়া জায়েয। উক্ত কথাটি হিন্দিয়া কিতাবের মধ্যে খোলাসা থেকে আনা হয়েছে।

উক্ত ইবারতের সার কথা হলো পশুকে খাসী করা জায়েয।

২ নং দলিল ঃ

একটি প্রশ্নের উত্তরে আ'লা হযরত কেবলা বলেন সর্বসম্মতিক্রমে পশুকে খাসী করা জায়েয। পাঠকগণের সুবিধার্থে প্রশ্নটিসহ হুবহু উল্লেখ করা হলো-

مسئلہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بیل اور بکرے کو خصی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا.

الجواب: بالاتفاق جائز ہے کہ اس میں منفعت ہے خصی کا گوشت بہتر ہوتا ہے اور خصی بیل محنت زیادہ برداشت کرتا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اگر جانور کے خصی کرنے میں واقعی کوئے منفعت یا دفع مضرت مقصود ہو تو مطلقا حلال اگر چہ جانور غیر ماکول اللحم ہو مثلا بلی وغیرہ ورنہ حرام ہے اسی اصل بر ہمارے علماء گھوڑے کو بھی خصی کرنا جائز ہیں جبکہ مقصود دفع شرارت ہو اگر چہ بعض منع فرماتے ہیں

মাসআলা ঃ ওলামা-ই-দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, ষাড় এবং বকরাকে খাসী করা জায়েয আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণণা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

উত্তর ঃ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এর মধ্যে উপকার রয়েছে। খাসীর গোশত উত্তম হয়। খাসী এবং বলদ পরিশ্রম বেশি সহ্য করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে পশুকে খাসী করার মধ্যে যদি বাস্তবিকই কোন উপকার অথবা ক্ষতি দূরীকরণ উদ্দেশ্য হয় তাহলে সাধারণভাবে হালাল। যদিও গোশত খাওয়ার অযোগ্য প্রাণী হয়। যেমন- বিড়াল ইত্যাদি। নতুবা হারাম। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের ওলামায়ে কেরাম ঘোড়াকেও খাসী করা জায়েয বলেছেন। যখন ক্ষতি দূরীকরণ উদ্দেশ্য হয়, যদিও বা কেউ কেউ নিষেধ করে থাকেন।

আহকামে শরীয়ত, ৩য় খন্ড ২৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা।

৩ নং দলিল ঃ

তিনি আরো বলেন-

ہاں ادمی کا خصی بالاجماع مطلقا حرام ہے درمختار میں ہے وَ جَائِزٌ خِصَاءُ الْبَهَائِمِ حَتَّى

الْهِرَّةِ وَ اَمَّا خِصَاءُ الْاٰدَمِيِّ فَحَرَامٌ قِيْلَ وَ الْفَرَسُ وَ قَيَّدُوْهُ بِالْمُنْفَعَةِ وَ اِلَّا فَحَرَامٌ-

অর্থাৎ হ্যাঁ মানুষকে খাসী করা সর্বসম্মতিক্রমে একেবারেই হারাম। দুররুল মুখাতরে বর্ণিত আছে- চতুষ্পদ জন্তু এমনকি বিড়ালকেও খাসী করা জায়েয আছে। আর মানুষকে খাসী করা হারাম। কেউ কেউ বলেছেন ঘোড়াকে খাসী করার মধ্যে যদি উপকার থাকে তবে হালাল অন্যথায় হারাম।

আহ্কামে শরীয়ত, ৩য় খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪ নং দলিল ঃ

১২দশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর কর্তৃক প্রায় সাতশত মুফ্তী দ্বারা লিখিত ফাতাওয়া-ই-আলমগীরীতে উল্লেখ রয়েছে -

خِصَاءُ بَنِىْ اٰدَمَ حَرَامٌ بِالْاِتِّفَاقِ وَ اَمَّا خِصَاءُ الْفَرَسِ فَقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَانِىْ فِىْ شَرْحِهٖ لَا بَأْسَ بِهٖ عِنْدَ اَصْحَابِنَا وَ ذَكَرَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ فِىْ شَرْحِهٖ اَنَّهٗ حَرَامٌ وَ اَمَّا فِىْ غَيْرِهٖ مِنَ الْبَهَائِمِ فَلَا بَأْسَ بِهٖ اِذَا كَانَ فِيْهِ مُنْفَعَةٌ وَّ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مُنْفَعَةٌ اَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَذَا فِى الذَّخِيْرِيَّةِ-

অর্থাৎ আদম সন্তানকে খাসী করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। সামসুল আইম্মা হালয়ানী তাঁর শারাহ এর মধ্যে বলেন আমাদের আসহাবের মতে ঘোড়াকে খাসী করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। আর শায়খুল ইসলাম তাঁর শারাহ এর মধ্যে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। ঘোড়া ব্যতীত অন্যান্য পুশুকে খাসী করার মধ্যে যদি কোন উপকার থাকে তবে খাসী করাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি কোন উপকরা বা ক্ষতি দূরীকরণ উদ্দেশ্য না হয় তবে হারাম।

ফাতাওয়া-ই-আলমগীরী, ৫ম খন্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা।

৫ নং দলিল ঃ

৫ম তবকার মুজতাহিদ আবুল হাসান আহমাদ বিন আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন জাফর বিন হামদান আল বাগদাদী আল কুদুরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন -

وَ لَا بَأْسَ بِخِصَاءِ الْبَهَائِمِ-

অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণীকে খাসী করণে কোন ক্ষতি নেই।

মুখতাসারুল কুদুরী, ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

৬ নং দলিল ঃ

শায়খুল ইসলাম বোরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল ফারগানী আল মুরগীনানী আল হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

وَ لَا بَأْسَ بِاَخْصَاءِ الْبَهَائِمِ۔

অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণীকে খাসীকরণে কোন ক্ষতি নেই।

আল হিদায়া, ২য় খন্ড ৪৭৪ পৃষ্ঠা।

৭ নং দলিল ঃ

তাফসীরে জালালাইন ৭৮ পৃষ্ঠা ১৯নং পাদটিকায় সূরা নিসার ১১৯ নং আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

كَرِهَ اَنَسٌ خِصَاءَ الْغَنَمِ وَ جَوَزَهُ الْجَمْهُوْرُ لِاَنَّ فِيْهِ غَرْضًا ظَاهِرًا

অর্থাৎ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছাগলকে খাসী করা অপছন্দ করেছেন। আর জমহুর তথা অধিকাংশ উলামা-ই-কেরাম জায়েয বলেছেন। কেননা এতে প্রকাশ্য উদ্দেশ্য রয়েছে।

৮ নং দলিল ঃ

اَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ عَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ وَّ اِبْنُ جَرِيْرٍ عَنْ سَبِيْلٍ اَنَّهٗ سَمِعَ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ قَالَ اَلْخِصَاءُ مِنْهُ فَاَمَرْتُ اَبَا التِّيَاجِ فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ خِصَاءِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهٖ۔

হযরত আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর হযরত শাবিল থেকে বর্ণনা করেন তিনি শাহর বিন শাবীলকে فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ (অতঃপর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করবে) আয়াতটি পড়তে শুনেছেন। তিনি বলেন, এখানে খাসী করণ বুঝানো হয়েছে। অতঃপর আমি আবু তিয়াজকে আদেশ করলাম অতঃপর তিনি হাসানকে ছাগল খাসীকরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেলেন; তিনি বলেন তাতে কোন ক্ষতি নাই।

তাফসীরে দুররুল মানছুর ২য় খন্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা।

৯ নং দলিল ঃ

তাফসীরে ফায়জুর রাহমান ৫ম পারা ২৭৭ পৃষ্ঠায় সূরা নিসার ১১৯ নং আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اس کے عموم سے تو پتہ چلتا ہے کہ کسے کو بھی خصی نہ کیا جائے انسان ہو یا حیوان لیکن فقہاء کرام نے بوجہ ضرورت حیوانات کا خصی کرنا جائز رکھا لیکن بنوادم میں مردوں کا خصی کرنا بہر حال ناجائز

অর্থাৎ এ আয়াতাংশের সাধারণ হুকুম দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ অথবা পশু কোন কিছুকেই খাসী করা যাবেনা। কিন্তু ফোক্বাহা-ই-কেরাম প্রয়োজনে পশুকে খাসী করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু আদম সন্তানের মধ্যে পুরুষকে খাসী করা সর্বাবস্থায় হারাম।

অনুরূপভাবে তাফসীরে বায়জাভী শরীফের ৭ম খন্ড, ৩০৪ ও ৩০৫ পৃষ্ঠা, তাফসীরে রুহুল মায়ানী ৫ম খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠায় এবং তাফসীরে রুহুল বয়ান ২য় খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠায় সূরা নিসার উক্ত আয়াতাংশের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, ফোকাহা-ই-কিরাম প্রয়োজনে পশুকে খাসী করার বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সম্মানিত পাঠক মন্ডলী! উপরোক্ত দলিল ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা আমরা সুস্পষ্ঠভাবে বুঝতে পারলাম যে, সাধারণভাবে পশুকে খাসী করা হারাম। কিন্তু ফোকাহা-ই-কেরামের সর্বসম্মত ঐক্যমত হলো প্রয়োজনে পশুকে খাসী করা বৈধ। কেননা এতে প্রকাশ্য উদ্দেশ্য রয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা আ'লা হযরত কেবলা তাঁর আহকামে শরীয়তের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। যা আমরা আলোচ্য বিষয়ের ২নং দলিলে লক্ষ্য করেছি।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে সত্য বুঝার এবং গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

খাসী দ্বারা কোরবানী করার বিধান

উট, গরু, ছাগল এবং এগুলোর অধিন সকল প্রকার প্রাণীর নর, মাদী এবং খাসী দ্বারা কোরবানী করা জায়েয। এ বিষয়ে সদরুশ শরীয়ত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আ'যমী রেজভী হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বাহরে শরীয়তের ১৫ তম খন্ডের ৬৮৯ পৃষ্ঠায় বলেন-

نر اور مادہ خصی اور غیر خصی ست کا ایک حکم ہے یعنی سب کی قربانی ہوسکتی ہے

অর্থাৎ নর এবং মাদী, খাসী এবং খাসী নয় এমন সকল পশুর একই বিধান। অর্থাৎ এমন সকল পশুর কোরবানীই জায়েয হবে।

পবিত্র হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত খাসী কোরবানী করা সুন্নাতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাসী কোরবানী করেছেন সেহেতু সর্বযুগের ও সর্বস্তরের মুজতাহিদগণের রায় হলো, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে খাসীর মধ্যে আইব বা ত্রুটি দেখা যায় মূলতঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহা কোন আইব বা ত্রুটি নয় বরং তা হলো কামাল বা পরিপূর্ণতা। কেননা খাসীর গোশত অধিক সুস্বাদু। তাই সমস্ত মুহাদ্দিসীন ও মুজতাহিদীনগণের ঐক্যমত হলো- খাসী কোরবানী করা আফজল বা উত্তম। নিম্নে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করা হলো-

হাদিস শরীফ দ্বারা খাসী কোরবানীর প্রামাণ

১ নং দলিল ঃ

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ۔

অর্থাৎ হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের শিং বিশিষ্ট দু'টি খাসী ছাগল কোরবানীর ঈদের দিন জবেহ করেছেন।

আবু দাউদ শরীফ, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, মিসকাত শরীফ, ২২৮ পৃষ্ঠা।

২ নং দলিল ঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اِبْنُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّضَحِّىَ اِشْتَرٰى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْأَيْنِ فَذَبَحَ اَحَدَهُمَا عَنْ اُمَّتِهٖ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَ شَهِدَ لَهٗ بِالْبَلَاغِ وَ ذَبَحَ الْاٰخَرَ عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّ عَنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ۔

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা ও হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোরবানীর ইচ্ছা করতেন তখন দু'টি মোটাতাজা, গোশ্তযুক্ত, শিংযুক্ত, সাদা কালো মিশ্রিত রঙ্গের ও খাসীকৃত দুম্বা (মেষ) ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি আপন উম্মতের যারা আল্লাহর তাওহীদের স্বাক্ষী দেয় এবং তাঁর নবুওয়াত প্রচারের স্বাক্ষী দেয়, তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের পক্ষ থেকে কোরবানী করতেন। ইবনু মাজাহ্ শরীফ, ২২৫ পৃষ্ঠা।

শরহুল হাদিস দ্বারা খাসী কোরবানীর প্রমাণ

৩ নং দলিল ঃ

১০ম শতাব্দীর মুজাদ্দীদ আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রচিত কিতাব মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ এর মধ্যে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণিত হাদিসে

মাওজুআইনের ব্যাখ্যায় বলেন-

فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ كَرِهَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ الْمَوْجُوْئَةَ لِنُقْصَانِ الْعَضْوِ وَالْاَصَحَّ اَنَّهٗ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ لِاَنَّ الْخِصَاءَ يَزِيْدُ اللَّحْمَ طَيِّبًا وَّ لِاَنَّ ذَالِكَ الْعَضْوِ لَا يُؤْكَلُ

অর্থাৎ শরহে সুন্নাহ নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে বাহ্যিক ত্রুটির কারণে কোন কোন আহলে এলেম খাসী কোরবানী অপছন্দ করেছেন। আর অধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো-খাসী কোরবানী করা মাকরূহ বিহীন জায়েয। কেননা নিশ্চয় খাসীর গোশত অধিক এবং উত্তম হয় (আর যে অঙ্গটি কেটে ফেলে দেয়া হয়) উহা খাওয়ার যোগ্যও নহে।

মিরকাত শরহে মিশকাত ৩য় খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হলো খাসীর মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে (নুক্স) বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কোন ত্রুটি বলে গণ্য নহে বরং তা (কামাল) বা পরিপূর্ণতাই।

৪ নং দলিল ঃ

১১ দশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মাওজুআইনের ব্যাখ্যায় বলেন -

اگر گفتہ شود کہ خصا نقصان ست بلکی بعض اجزاء ہر گاہ گوش وشاخ شکستہ درست نباشد بجہیت نقصان خصی چوں درست باشد جوابش آنکہ خصا در حیوان نقصان ست درصورت لیکن کمال است در معنی کہ لحم خصی اطیب والذست وقیمت وے اعلی واغلی ست

অর্থাৎ যদি বলা হয় যে, কিছু অঙ্গ কমে যাওয়ায় খাসী ত্রুটি যুক্ত তাই যেহেতু কান কাটা ও শিং ভাঙ্গা হওয়ার কারণে কোরবানী জায়েয হয়না সেহেতু খাসী ত্রুটিযুক্ত হওয়ার পরও কি করে কোরবানী যায়েজ হবে? উত্তর হলো, খাসী করার কারণে প্রাণীর মধ্যে বাহ্যিক ত্রুটি দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের দৃষ্টিতে এটাই পরিপূর্ণতা। কেননা খাসীর গোশত উত্তম, সুস্বাদু এবং খাসীর মূল্যও অনেক বেশি হয়ে থাকে।

আশয়াতুল লুমআত ফার্সী ১ম খন্ড ৬১০ পৃষ্ঠা। উর্দু ২য় খন্ড, ৬৮৯ পৃষ্ঠা।

৫ নং দলিল ঃ

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সেরতাজ হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ এর মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিস শরীফে মাওজুআইন এর ব্যাখ্যায় বলেন-

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خصی قربانی جائز ہے کہ خصی ہونا عیب نہیں بلکہ کمال ہے کہ خصی کا گوشت اعلی ہوتا ہے یوں ہی خصی بیل خصی بھیسے کی بھی قربانی درست ہے

অর্থাৎ এ হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল যে, খাসীকৃত পশুর কোরবানী জায়েয। কেননা পশু খাসীকৃত হওয়া কোন দোষের নয়; বরং পরিপূর্ণতাই। কারণ খাসীর গোশত উন্নত মানের হয়। অনুরূপ খাসীকৃত বলদ ও মহিষের কোরবানীও দুরস্ত আছে।

মিরাআত শরহে মিশকাত ২য় খন্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা।

৬ নং দলিল ঃ

সহীহ আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আওনুল মাবুদ শরহে আবু দাউদ শরীফে উল্লেখ রয়েছে-

قَالَ الْخَطَّابِیُ وَ فِیْ هٰذَا دَلِیْلٌ عَلٰی اَنَّ الْخَصِیَّ فِی الضَّحَایَا غَیْرُ مَکْرُوْهٍ وَّ قَدْ کَرِهَهٗ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ لِنُقْصِ الْعُضْوِ وَ هٰذَا النُّقْصُ لَیْسَ بِعَیْبٍ لِاَنَّ الْخِصَاءَ یَزِیْدُ اللَّحْمَ طَیِّبًا وَّ یَنْفِیْ فِیْهِ الزَّهُوْمَةَ وَ سُوْءَ الرَّائِحَةِ۔

অর্থাৎ খাওাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- আর এতেই দলিল রয়েছে যে, নিশ্চয় কোরবানীর ব্যাপারে খাসী মাকরূহ নয় যদিও কোন কোন আলেম বাহ্যিক দৃষ্টিতে খাসীর মধ্যে ত্রুটি দেখে খাসী কোরবানী করা অপছন্দ করেছেন। অথচ এ বাহ্যিক ত্রুটি (শরীয়তে দৃষ্টিতে) কোন আইব বা ত্রুটির মধ্যে গণ্য নয়, কেননা খাসীকৃত পশুর গোশত অধিক সুস্বাদু ও দুর্গন্ধমুক্ত এবং এর দ্বারা গরীব মিসকীন উপকৃত হয়।

আওনুল মাবুদ শরহে আবুদাউদ, ৭ম খন্ড ৪৯৬ পৃষ্ঠা।

ফাতাওয়ার কিতাব দ্বারা খাসী কোরবানী প্রমাণ

চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দীদ ইমামে আহলে সুন্নাত আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদআত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত মুসলিম উম্মার জাগরণকারী হযরাতুল আল্লামা, মাওলানা, আল হাফিজ, আল-ক্বারী আশ্ শাহ্ ইমাম আহমাদ রেজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আল আত্বাইয়ান নাবুবিয়্যাহ ফিল ফাতওয়া-ই-রেজভীয়াহ এর মধ্যে দু'টি প্রশ্নের উত্তরে খাসী কোরবানী করা উত্তম বলেছেন। পাঠকগণের সুবিধার্থে প্রশ্ন দু'টিসহ উপস্থাপন করলাম।

৭ নং দলিল ঃ

جناب مولانا صاحب بعد سلام علیک کے واضح ہو کہ بقرعید کی قربانی میں بکر خصی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: خصی قربانی افضل ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے

মাসআলা ঃ জনাব, মাওলানা সাহেব, সালামবাদ আরজ, কোরবানীর ঈদে খাসীকৃত ছাগল কোরবানী করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ খাসী কোরবানী উত্তম এবং এতে অধিক সাওয়াব রয়েছে।

ফাতাওয়া-ই-রেজভীয়াহ ৮ম খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা।

৮ নং দলিল ঃ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بکرے دو طرح خصی کئے جاتے ہیں ایک یہ کہ رگیں کوٹ دی جائیں اس میں کوئی عضو کم نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ آلت تراش کر پھیک دی جاتی ہے. اس صورت میں ایک عضو کم ہو گیا, ایسے خصی بھی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ بوجہ مذکور ممانعت کرتے ہیں. بینوا توجروا

الجواب: جائز ہے کہ اس کی کمی سے جانور میں عیب نہیں اتا بلکہ وصف بڑھ جاتا ہے کہ خصی کا گوشت بہ نسبت محل کے زیادہ اچھا ہوتا ہے

মাসআলা ঃ ওলামা-ই-দ্বীন কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, বকরা ছাগলকে দু'ভাবে খাসী করা হয়ে থাকে (১) রগ কেটে দিয়ে। এতে কোন অঙ্গ কমে যায় না; (২) কোন যন্ত্রের দ্বারা অন্ডকোষ কেটে ফেলে দেয়া হয়। এ অবস্থায় এক অঙ্গ কমে যায়। এ দু'প্রকার খাসী দ্বারা কোরবানী করা জায়েয কিনা? কোন কোন লোক উল্লেখিত কারণে খাসী কোরবানী নিষেধ করে থাকেন। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

উত্তর ঃ জায়েয। কারণ অন্ডকোষ কমতির দ্বারা প্রাণীর মধ্যে কোন ত্রুটি আসেনা। বরং তার গুণ বেড়ে যায়। কেননা খাসীর গোশত পাঁঠার তুলনায় অধিক উত্তম হয়ে থাকে।

ফাতাওয়া-ই-রেজভীয়াহ, ৮ম খন্ড ৪৬৮ পৃষ্ঠা।

৯ নং দলিল ঃ

যুগের দ্বিতীয় আবু হানিফা আশ শায়খ যাইন উদ্দিন ইবনে নাজীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব বাহরুর রাইক শরহু কানযিদ দাকাইক এ উল্লেখ করেন-

(وَ الْخَصِيُّ) وَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى هُوَ اَوْلٰى لِاَنَّ لَحْمَهٗ اَطْيَبُ وَ قَدْ صَحَّ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, খাসী কোরবানী করা উত্তম। কেননা নিশ্চয় খাসীর গোশত অধিক সুস্বাদু। আর তিনি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, নিশ্চিয় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা কালো মিশ্রিত রঙ্গের দু'টি খাসী কোরবানী করেছেন।

বাহরুর রাইক শরহু কানযিদ দাকইক, ৮ম খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

১০ নং দলিল ঃ

১২০০ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর যিনি প্রায় সাতশত ফকিহ দ্বারা ফাতাওয়া-ই আলমগীরী লিখিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! আমরা এখন খাসী কোরবানী সম্পর্কে ঐ প্রমাণটি দেখব যা একযোগে এক বৈঠকে সাতশত মুফতী ঐক্যমত পোষণ করেছেন; আর তা হলো-

وَ الْخَصِيُّ اَفْضَلُ مِنَ الْفَحْلِ لِاَنَّهٗ اَطْيَبُ لَحْمًا كَذَا فِى الْمُحِيْطِ

অর্থাৎ - পাঁঠা থেকে খাসী কোরবানী উত্তম। কেননা খাসীর গোশত অধিক সুস্বাদু।

ফাতাওয়া-ই-আলমগীরী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা।

১১ নং দলিল ঃ

মালাকুল ওলাম নামে খ্যাত ইমাম আলা উদ্দিন আবু বকর বিন মাসউদ আল কাসানী আল হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর লিখিত বিশ্ব নন্দিত কিতাব বাদাঈ-উস- সানাঈতে উল্লেখ করেন-

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّهٗ رُوِىَ عَنْهُ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنِ التَّضْحِيَّةِ بِالْخَصِيِّ فَقَالَ مَا زَادَ فِىْ لَحْمِهٖ اَنْفَعَ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ خُصْيَتَيْهِ ـ

অর্থাৎ ইমামে আ'যম হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে খাসী দ্বারা কোরবানী করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যে পশুর দু'টি অন্ডকোষ কেটে বের করা হয়েছে এমন পশুর গোশত বেশি হয় বিধায় তা দ্বারা অধিক উপকার সাধিত হয়।

বাদাঈ-উস-সানাঈ ৫ম খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

১২ নং দলিল ঃ

হানাফী মাযহাবের তৃতীয় তবকার মুজতাহিদ আল্লামা কাজী খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব আল ফাতাওয়াল কাজী খান এর মধ্যে

উল্লেখ আছে-

وَ الْاُنْثٰی مِنَ الْاِبِلِ وَ الْبَقَرِ اَفْضَلُ مِنَ الذَّكَرِ اَلْمَعَزُ اَفْضَلُ وَ كَذَا الذَّكَرُ مِنَ الضَّأْنِ اِذَا كَانَ مَوْجُوْئاً اَیْ خَصِیًّا۔

অর্থাৎ কোরবানীর ক্ষেত্রে উট থেকে উষ্ট্রী এবং ষাঁড় থেকে গাভী উত্তম। আর ছাগল এবং দুম্বা তখনই উত্তম হবে যখন তা খাসী হবে।

ফাতাওয়া-ই-কাজী খান ৪র্থ খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা।

১৩ নং দলিল ঃ

শারেহুল বোখারী আল্লামা আইনী হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বিশ্বখ্যাত কিতাব আল বিনাইয়া ফি শরহিল হিদায়াতে উল্লেখ করেছেন-

(وَ الْخَصِیُّ) بِالْجَرِّ اَیْ وَ یَجُوْزُ اَنْ یُّضَحّٰی بِالْخَصِیِّ وَ هُوَ مَنْزُوْعُ الْخُصْیَتَیْنِ (لِاَنَّ لَحْمَهَا اَطْیَبُ) وَ اِنَّ لَحْمَهٗ اَوْجَهُ عَلٰی مَا لاَ یَخْفٰی (وَ قَدْصَحَّ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ ضَحّٰی بِكَبْشَیْنِ اَمْلَحَیْنِ مَوْجُوْئَیْنِ)

অর্থাৎ খাসী দ্বারা কোরবানী জায়েয। আর খাসী হলো যার অন্ডকোষ দুটি টেনে বের করা হয়েছে। নিশ্চয় খাসীর গোশত অতি উত্তম। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সহীহ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের দু'টি খাসীকৃত ছাগল দ্বারা কোরবানী করেছেন।

আল বিনায়া ফি শরহিল হিদায়া, ১১ তম খন্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

১৪ নং দলিল ঃ

সদরুশ শরীয়ত খলীফায়ে আ'লা হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আ'যমী রেজভী হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর রচিত বাহারে শরীয়ত এর মধ্যে রয়েছে-

بکری بکرے سے افضل ہے مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے

অর্থাৎ নর ছাগল থেকে মাদী ছাগল উত্তম। কিন্তু খাসী নর এবং মাদী থেকেও উত্তম।

বাহারে শরীয়ত, ১৫তম খন্ড ৬৮৯ পৃষ্ঠা।

১৫ নং দলিল ঃ

৬ষ্ঠ তবকার মুজতাহিদ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

تَجُوْزُ التَّضْحِيَّةُ الْمَجْبُوْبُ الْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاعِ

অর্থাৎ মাযবুব (অন্ডকোষ কর্তিত) যে পশু সঙ্গমে অক্ষম এমন পশু দ্বারা কোরবানী করা জায়েয।

১৬ নং দলিল ঃ

পঞ্চম তবকার মুজতাহিদ আল্লামা আবুল হোসাইন আহমাদ বিন আবু বকর আল বাগদাদী আল কুদুরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

اَلْخَصِيُّ جَائِزٌ فِى الْهَدْيِ لِاَنَّ ذٰلِكَ يَسْمِنُهُ وَ يَطِيْبُ لَحْمَهُ كَذَا فِى الْجَوْهَرَةِ۔

অর্থাৎ খাসী কোরবানী করা জায়েয। কেননা উহা মোটা তাজা হয় এবং গোশত হয় সুস্বাদু। অনুরূপ বর্ণনা জাওহিরা কিতাবেও রয়েছে।

কুদুরী, ৬৮ পৃষ্ঠা।

১৭ নং দলিল ঃ

আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন -

قربانی خصی وشاخ شکستہ وآنکہ بغیر شاخ است ومجنونہ کہ کاہ نمی خورد خارشتی فربہ وآنکہ دندان ندارد بعضے مگر کاہ می تواند خورد وآنکہ اکثر دندانش باقی است وآنکہ گوش یا دم او باقی وآنکہ حافر ندارد الا رفتن می تواند وآنکہ خلقی گوش خرد دارد جائز است

অর্থাৎ খাসী, শিং ভাঙ্গা (তবে মূলোৎপাটিত নয়) যে প্রাণীর শিং বিলকুল নেই, এমন পাগল প্রাণী যা ঘাস পানি খায়, চর্ম রোগাক্রান্ত তবে মোটাতাজা, যে প্রাণীর কতেক দাঁত নেই তবে খাদ্য গ্রহণে সক্ষম, যে প্রাণীর অধিকাংশ দাঁত আছে, যে প্রাণীর লেজ বা কানের অধিকাংশ আছে, যে প্রাণীর পায়ের খুর নেই তবে চলাফেরা করতে পারে, যে প্রাণীর কান জন্মগতভাবেই ছোট এ সমস্ত প্রাণী দ্বারা কোরবানী করা বৈধ।

মালাবুদ্দা ১৪৬ পৃষ্ঠা।

১৮ নং দলিল ঃ

পঞ্চম তবকার মুজতাহিদ শায়খুল ইসলাম বোরহান উদ্দিন আবুল হাসান আলী ইবনে আবু বকর আল ফারগানী আল মুরগিনানী আল হানাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর রচিত বিশ্ব বিখ্যাত আল হিদায়া কিতাবের মধ্যে রয়েছে -

وَ الْخَصِيُّ لِاَنَّ لَحْمَهَا اَطْيَبُ قَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ

অর্থাৎ খাসী দ্বারা কোরবানী করা জায়েয। কেননা খাসীর গোশ্ত অধিক উত্তম। সহীহ হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের দু'টি খাশী কোরবানী করেছেন।

হেদায়া মায়া দিরায়া, ২য় খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত দলিল ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, খাসীকৃত পশুর দ্বারা কোরবানী করা শুধু জায়েযই নয় বরং অতি উত্তম। কেননা স্বয়ং হুজুর কারীম রাউফুর রাহিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাত মোবারকে খাসী কোরবানী করেছেন। যা সহীহ হাদীস বলে হানাফী মাযহাবের সকল মুহাদ্দীস ও মুজতাহিদগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

আমরা আকিদায় সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং মসলকে আ'লা হযরত তথা রেজভী। আর খাসীকৃত পশুর দ্বারা কোরবানীর ব্যাপারে ফাতাওয়ার কিতাবের প্রথম দলিলটি আমি গ্রহণ করেছি আ'লা হযরতের ফাতাওয়ার কিতাব থেকে। সুতরাং আরো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সুন্নী, হানাফী এবং প্রকৃত রেজভীগণের ফায়সালা হলো কোরবানীর ক্ষেত্রে খাসীকৃত পশু উত্তম। তাই যারা খাসীকৃত পশু দ্বারা কোরবানী করা হারাম বলতেছেন এবং যারা জায়েয ও উত্তম বলে তাদেরকে কাফের, মুরতাদ বলে গাল মন্দ করছেন, আপনাদেরকে সবীনয় অনুরোধ করে বলব, একটি বারের জন্য কিতাবের পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন আপনাদের ফাতাওয়ার দ্বারা কারা আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন! বিজাহে নাবীয়্যিল কারীম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলিম।

তাম্মাত বিলখাইর

লেখকের অনুদিত ও প্রণীত গ্রন্থাবলী

১. রাসূলে বে-নজীর (প্রকাশের পথে)
২. নূরুন আলা নূর, মূল ঃ নিগ্‌হাত হাশেমি (প্রকাশের পথে)
৩. জাহান্নাম, মূল ঃ নিগ্‌হাত হাশেমি (প্রকাশের পথে)
৪. খাসী দ্বারা কোরবানী করার শরয়ী বিশ্লেষণ
৫. সুন্নাতের নামে সুন্নাতের বিরোধিতা

প্রাপ্তি স্থান

- নাজিরীয়া খানক্বাহ্ শরীফ
  বড়দৈল, বাংলাবাজার, কুমিল্লা
  ০১৭৪৯ ০৪৫৮৮৫
- বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস সুন্নাহ বোর্ড ফাউন্ডেশন কার্যালয়
  ছায়কট রেজভীয়া নগর, চান্দিনা উপজেলা শাখা, কুমিল্লা
  ০১৮২২ ৮৩৫৭৭৪৩
- শিব্বির আহমাদ রেজভী
  পানাউল্লা বাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট
  ০১৭১৫ ৫৪৩৯৭২
- নুর জাহান স্টোর
  বাতাইছড়ি নতুন বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা
  ০১৮২২ ৮৩৫১০৯
- রেজভীয়া বস্ত্রবিতান
  হাজি মার্কেট, বি-পাড়া, কুমিল্লা
  ০১৭১২ ৬০৭০৬৯
- তোহফা এন্টারপ্রাইজ
  ১০২ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
  ০১৭২৬ ২৩০১০০